কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২...৩ কলাম ৪

মন্ত্রিসভায় বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন

গুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নতি

অবনতি নারী নির্যাতনে, সরকারি নিয়োগে, অডিট আপত্তির মাধ্যমে দুর্নীতিতে

আশরাফুল হক রাজীব ▷

বিনিয়োগ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান, বিদেশে কর্মী পাঠানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নতি হয়েছে। উন্নতির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারেও। এসবের পাশাপাশি অবনতিও ঘটেছে। বিশেষ করে ধর্ষণ বেড়েছে, সরকারি সংস্থার নিয়োগ সক্ষমতা কমেছে। অডিট আপত্তি বেড়েছে। পর্যটন বর্ষ হওয়ার পরও পর্যটক কমেছে। গুরুত্বপূর্ণ এসব খাতের উন্নতি-অবনতির চিত্র উঠে এসেছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে। গত ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ের এ প্রতিবেদন গতকাল সোমবার অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

গুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে গতকাল সচিবালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ৫৪। এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়েছে। গত অর্থবছরে মাথাপিছু আয় হয়েছে এক হাজার ৪৬৬ ডলার, যা আগের অর্থবছরে ছিল এক হাজার ৩৯৬ ডলার। এ সময় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স কমলেও জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে। গত অর্থবছর রেমিট্যান্স এসেছে ১৩ হাজার ৯৩১ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৫১ শতাংশ কম। তবে ৩০ জুন পর্যন্ত বিদেশে ছয় লাখ ৮৪ হাজার ৫৩৭ জন জনশক্তি পাঠানো হয়েছে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল চার লাখ ৬১ হাজার ৯৪৬। জনশক্তি রপ্তানি ৩২.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নন-ইপিজেড খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে এক হাজার ৬১৮ মিলিয়ন ডলার। এর আগের বছর এ বিনিয়োগ ছিল এক হাজার ৪৭০ মিলিয়ন ডলার। ৩০ জুন পর্যন্ত ইপিজেড খাতে ৩৯৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ এসেছে। আগের বছর এ বিনিয়োগ ছিল ৩৬৩ মিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদান উভয় ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের পরিস্থিতি আগের বছরের তুলনায় ভালো। গত অর্থবছরে ৮২টি ঋণ চুক্তি ও অর্থ চুক্তির কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) ছিল ছয় হাজার ৯৯৭ মিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরে ঋণ চুক্তি ও অনুদান চুক্তির কমিটমেন্ট ছিল পাঁচ হাজার ২৫৮ মিলিয়ন ডলার। ডিসবার্সমেন্টেও উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। গত অর্থবছরে ঋণ ও অনুদান চুক্তির ডিসবার্সমেন্ট ছিল প্রায় তিন হাজার ৪৫০ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ৪৪১ মিলিয়ন ডলার বেশি।

৩০ জুন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। আগের বছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ছিল ২০.৯০ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার উপযোগী শিশুর সংখ্যা এক কোটি ৮০ লাখের ওপরে। এর মধ্যে ২.৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী স্কুলে যায় না। এর মধ্যে ছেলের সংখ্যাই বেশি। একজন মন্ত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, '২০ শতাংশ শিক্ষার্থীও ঝরে পড়া খুবই উদ্বেগজনক। এই ঝরে পড়ার ঘটনায় সরকারের বিপুল শিক্ষা ব্যয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিনা মূল্যে বই সরবরাহসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়েও আমরা তাদের ধরে রাখতে পারছি না। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার জন্য সরকার সারা দেশে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত তিন কোটি ৯১ লাখ ৯৪ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ কোটি বই বিনা মূল্যে বিতরণ করে। শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সরকার নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গত বছর মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ দশমিক ৩০ এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৩ জনে নেমে এসেছে। আগের বছরের তুলনায় এসব মৃত্যুর হার কমেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সব সেক্টরে অবনতি না ঘটলেও ধর্ষণ বেড়েছে। গত বছর থানায় রেকর্ড হওয়া ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তিন হাজার ৮৯১টি। এর আগের বছর এ সংখ্যা ছিল তিন হাজার ৭৮৬। অস্ত্র আইনবিষয়ক অপরাধও বেড়েছে ১৪৫টি। তবে রাহাজানি, ডাকাতি, খুন এসব ঘটনা কমেছে বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। কারাবন্দি হাজতি ও কয়েদির সংখ্যাও কমেছে।

সরকারি সংস্থাগুলো প্রত্যাশামাফিক নিয়োগ দিতে পারছে না। বছরে ৫০ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা পূরণ হচ্ছে না। ৩০ জুনে শেষ হওয়া অর্থবছরে ৪২ হাজার ২৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ এর আগের অর্থবছরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ৫০ হাজার ৪৭৩ জনকে। উল্লেখ্য, সরকারের প্রায় তিন লাখ পদ শূন্য রয়েছে। জনবলের অভাবে সরকার ঠিকমতো সেবা দিতে না পারলেও জনবল নিয়োগের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেই। অডিট আপত্তির সংখ্যা গত অর্থবছরে বেড়েছে ৪৮ হাজারের বেশি। মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি সবচেয়ে বেশি। এর পরই রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকিং বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের।

বর্তমানে পর্যটন বর্ষ চলছে। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিশেষ ফান্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ গত জুন পর্যন্ত যে পর্যটক এসেছে তা হতাশাজনক। ৩০ জুন পর্যন্ত পর্যটক এসেছে এক লাখ ২৮ হাজার জন, যা আগের বছরের তুলনায় ২৩ হাজার কম। তবে কর্মকর্তাদের বিদেশভ্রমণ বেড়েছে। তাঁদের মধ্যে সচিবরাও রয়েছেন।

গত অর্থবছরে ৫৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর্থিক অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে। সরকারি হাট-বাজারের ইজারার ৪ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। এ খাতের ৬১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার কোনো হিসাব নেই। প্রায় চার কোটি টাকার বই কেনা হলেও এর কোনো স্টক খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে পাওয়া অর্থ নীতিমালাবহির্ভূতভাবে অনুদান দেওয়ায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৪১ কোটি টাকা। বিজয় দিবস ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে তোলা চার কোটি ৭০ লাখ টাকার কোনো সমন্বয় করা হয়নি।

সর্বোচ্চ করদাতাদের জন্য ট্যাক্স কার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে

জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা সংশোধনের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে এখন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ করদাতাদের দেওয়া ট্যাক্স কার্ডের সংখ্যা ২০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে ৬৪টি, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৫০টি এবং অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ১১ জনকে এই কার্ড দেওয়া হবে। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদসচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদসচিব বলেন, এই কার্ডপ্রাপ্তরা সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ এবং সরকারি হাসপাতালে কেবিন পাবেন। এ ছাড়া এই কার্ডধারীরা বিভিন্ন টিকিটপ্রাপ্তিতে এবং আবাসিক হোটেলে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। সভায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা আইন ২০১৬ এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৬-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় ডি-৮ সনদ অনুসমর্থনের প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়।